107283 - ওলী কারা? তাদরে স্তরগুলো কী কী?

প্রশ্ন

অনুগ্রহ করে নম্নিোক্ত বষিয়গুলো বুঝতে সাহায্য করবনে: ১) ওলী কারা? ২) ওলীদরে স্তরগুলো কী কী? ৩) ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ নাম দওেয়া কি জায়যে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

আল্লাহর ওলী হলনে ঈমানদার ও তাকওয়াবান ব্যক্তবির্গ, যারা তাদরে সকল বষিয়ে আল্লাহর নজরদাররি বষিয়টি চন্তিা করে তার আদশে মনেে চলে ও নষিধে পরহিার কর।ে বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার তারতম্য অনুসারে বলোয়াতরে (ওলীত্বরে) তারতম্য ঘট।ে প্রত্যকে মুমনিরে মাঝইে আল্লাহর বলোয়াত, ভালোবাসা ও নকৈট্যরে অংশ রয়ছে।ে এই বলোয়াত কারো একচটেয়িা অধকিার নয়। এটি সমাজরে কোনো স্তররে মানুষরে জন্য নর্িধারতি কোনো আলামত নয়। উত্তরাধকিারসূত্রে কংিবা সম্মানসূচক পদকরে মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায় না। আর আল্লাহর ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ বলে আখ্যায়তি করা সঠকি হওয়ার পক্ষে কোনো দললি আমাদরে জানা নইে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহর ওলী কারা?

সংক্ষপেে ও স্পষ্টভাবে বললে আল্লাহর ওলী হলনে ঈমানদার ও তাকওয়াবান ব্যক্তবির্গ, যারা তাদরে সকল বষিয়ে আল্লাহর নজরদারকিে অনুভব করে তার আদশে মনেে চলনে এবং নষিদ্ধি বষিয়াবলি পরহিার করন।ে

আল্লাহ তাআলা বলনে:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“জনেে রখেো, আল্লাহর প্রয়ি বান্দাদরে কোনো ভয় নইে এবং তারা দুঃখতিও হবে না। যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনছেে এবং (তাঁকে) ভয় কর।ে তাদরে জন্য পৃথবিীর জীবনে ও পরকালে (সাফল্যরে) সুসংবাদ রয়ছে।ে আল্লাহর কথার কোনো নড়চড়

হয় না। এটাই বড় সাফল্য।"[সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪]

হাফযে ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ 'তাফসীরুল কুরআনলি আযীম' (৪/২৭৮) গ্রন্থে বলনে:

"আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছনে য, তার প্রয়ি বান্দা হলনে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা ঈমান আনে ও আল্লাহকে ভয় কর, যমেনটি তাদরে রব তাদরে ব্যাখ্যা দয়িছেনে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে আল্লাহর ওলী। কয়িামতরে য সমস্ত বপিদাপদরে সম্মুখীন তারা হবে সগেুলোতে তাদরে কোনো ভয় নইে। দুনয়িাতে তারা যা রখেে গয়িছে তার জন্য তারা দুঃখতিও হবে না।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাসসহ সালাফরে কউে কউে বলনে: আল্লাহর ওলী হলনে তারা যাদরেকে দখেলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

মারফূ' হাদীসে বর্ণতি আছ: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আল্লাহর কছিু বান্দা আছে যাদরেকে নবী ও শহীদরাও ঈর্ষা কর।" জজ্ঞিাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? হয়তো আমরা তাদরেকে ভালোবাসতে পার। তনিি বললনে: 'তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাস; কোনো অর্থ-সম্পদ বা বংশরে কারণে নয়। তাদরে চহোরা আলোকতি। তারা আলোর মম্বিরে থাকব। মানুষজন ভয় পলেওে তারা ভয় পাবে না। মানুষজন দুঃখতি হলওে তারা দুঃখতি হবে না।' তারপর তনিি তলোওয়াত করলনে: "আল্লাহর ওলীদরে কোনো ভয় নইে। আর তারা দুঃখতিও হবে না।"[হাদীসটি আবু দাউদ ভালো সনদে বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী আস-সলিসলিাতুস সহহিা গ্রন্থে (৭/১৩৬৯) এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে][সমাপ্ত][সংক্ষপেতি ও ঈষৎ পরবির্ততি]

আল্লাহর ওলীদরে স্তরসমূহ

বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার তারতম্য অনুসারে বলোয়াতরে তারতম্য হয়। আল্লাহর বলোয়াত, ভালোবাসা ও নকৈট্যে প্রত্যকে মুমনিরে ভাগ রয়ছে। কন্তিু বান্দা আল্লাহর নকৈট্য অর্জনে যে সমস্ত শারীরকি ও আত্মকি আমল করে সগেুলোর অনুপাতে এই ভাগরে তারতম্য ঘট। তাই বলোয়াতরে স্তরকে তনিটি স্তরে ভাগ করা যায়:

১. নজিরে প্রতি যুলুমকারী: ইনি হলনে পাপী ঈমানদার। এই ব্যক্তরি ঈমান ও নকেকাজরে মাত্রা অনুসারে তার বলোয়াত হাছলি হয়।

২. পরমিতি আমলকারী: এ ব্যক্তি হলনে এমন ঈমানদার, যে আল্লাহর আদশে মনেে চলে ও আল্লাহর অবাধ্যতা পরহিার কর। কন্তিু নফল আদায়ে পরশ্রিম করে না। এটি পূর্বরে স্তররে তুলনায় বলোয়াতরে উঁচু স্তর।

৩. নকে আমলে অগ্রগামী: এ ব্যক্তি ফরযরে সাথে নফলও আদায় কর। অন্তররে ইবাদতরে ক্ষত্রেে উচ্চ স্তরে উপনীত

হয়। এই ব্যক্তি বেলায়াতের উচ্চ স্তরে রয়েছে।

নিঃসন্দেহে নবুয়ত হচ্ছে মহান আল্লাহর বেলায়াতের সর্বোচ্চ স্তর। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (৬/১০) গ্রন্থে বলেন:

'মানুষদের স্তর তিনটি: নিজের প্রতি যুলুমকারী, পরিমিত আমলকারী এবং নেকে আমলে অগ্রগামী।

- নিজের প্রতি যুলুমকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে আদিষ্ট বিষয় পরিহার করা ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করে।
- পরিমিত আমলকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে ওয়াজিব আদায় করে ও হারাম পরিহার করে।
- আর নেকীর কাজে অগ্রগামী ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি যে তার সাধ্যাধীন সকল ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমল করা ও হারাম ও মাকরূহ কাজ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

যদিও পরিমিত আমলকারী ও অগ্রগামী ব্যক্তির এমন কিছু পাপ থাকে যা মুছে ফেলা হয়। সেটি তাওবার মাধ্যমে হতে পারে (আর আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন) কিংবা গুনাহ মোচনকারী নেকে আমলগুলোর মাধ্যমে কিংবা গুনাহ মোচনকারী বিপদাপদের মাধ্যমে কিংবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে। পরিমিত আমলকারী ও অগ্রগামী এই উভয় দলের ব্যক্তিবর্গই আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা আল্লাহ তার কিতাবে বলেছেন: "জেনে রেখো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করে।" সুতরাং আল্লাহর ওলীরা হলেন ঈমানদার মুত্তাকীরা। তবে ওলীরা দুই ভাগে বিভক্ত: 'সাধারণ' তথা পরিমিত আমলকারীগণ। আর 'বিশেষ' তথা অগ্রগামীগণ। যদিও অগ্রগামীগণ সর্বোচ্চ স্তরধারী; যেমন নবীগণ ও সিদ্দীকগণ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উভয় দলের কথা উল্লেখ করেছেন একটি হাদীসে, যেটি বুখারী বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা সবসময় নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি তাকে ভালোবাসলে আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চিয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে যতটা দ্বিধা করি অন্য কোন কাজে তেমন দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তার খারাপ লাগাকে অপছন্দ করি। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত।"

আর নজিরে প্রতি যুলুমকারী ব্যক্তি ঈমানদারদরে অন্তর্ভুক্ত। তার মাঝে থাকা ঈমান ও তাকওয়া অনুসারে তার জন্য আল্লাহর বলোয়াত অর্জতি হয়, যমেনভিাবে তার মাঝে থাকা পাপ অনুসারে এর বপিরীতটা অর্জতি হয়। কারণ একই ব্যক্তরি মাঝে সওয়াবকে অনবিার্যকারী পুণ্য ও শাস্তকিে অনবিার্যকারী পাপরে সমাবশে ঘটতে পার; যার ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হয় ও শাস্তি দওেয়া হয়। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সকল সাহাবী, ইসলামরে ইমামগণ এবং আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতরে অভমিত। তারা বলনে: যে ব্যক্তরি হৃদয়ে শস্যরে দানা পরমিাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবশে করবে না।'[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন [যমেনটি 'ফাতাওয়া মুহম্মিাহ' (পৃ. ৮৩) গ্রন্থে রয়ছে] বলনে: 'যে ব্যক্তি ঈমানদার ও তাকওয়াবান সইে আল্লাহর ওলী। আর যে এমনটি নয় সে আল্লাহর ওলী নয়। আর যার মাঝে ঈমান ও তাকওয়ার কছিু অংশ রয়ছেে তার মাঝে বলোয়াতরে কছিু অংশ রয়ছে।'[সমাপ্ত]

বলোয়াত কি কারো একচটেয়িা অধকিার?

বলোয়াত কারো একচটেয়িা অধকিার নয়। এটি সমাজরে একটি নর্দিষ্টি স্তররে মানুষরে বশিষে কোনো আলামত নয়। বংশানুক্রমে কংিবা সম্মানসূচক পদকরে মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায় না। বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা, যার শুরু হয় অন্তরে আল্লাহকে ভালোবাসা ও সম্মান দওেয়ার মাধ্যম। যার বহঃিপ্রকাশ ঘটে বাস্তব কর্ম। এভাবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা ও বলোয়াত অর্জন কর।

বলোয়াত কি ব্যক্তকিে হারাম কাজ করা ও ওয়াজবি ত্যাগ করার বধৈতা দয়ে?

বলোয়াত ব্যক্তকিে হারাম কাজে লপ্তি হওয়া ও ওয়াজবি ত্যাগ করার বধৈতা দয়ে না। বরং কারো থকেে এমন কছিু প্রকাশ পলেে সটেি প্রমাণ করে যে তার ক্ষত্রেে আল্লাহর বলোয়াত হ্রাস পয়েছে। অনুরূপভাবে যাদরেকে 'ওলী' হসিবেে অভহিতি করা হয় (হয়তো তারা এর উপযুক্ত না) কারো জন্য তাদরে অভমিুখী হওয়ার বধৈতাও দয়ে না। এমনটি করা হলে বস্তুতঃ তাদরেকে নবুয়তরে স্তরে উন্নীত করা হয়। তথা তাদরে কোনো আদশেকে প্রত্যাখ্যান না করা, তাদরে কোনো চন্তিা ও মতকে পর্যালোচনা না করা। এ সবই সীমালঙ্ঘনরে অন্তর্ভুক্ত, যা থকেে আল্লাহ তাআলা নষিধে করছেনে এবং এগুলো মানুষ শর্কিে লপ্তি হওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

কছিু মানুষ বলোয়াত ও ওলীদরে স্তর সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখার কারণে এই সীমা ছাড়য়িে বড় শর্কিে জড়য়িে পড়ে। আপনি দখেতে পাবনে যে তারা আল্লাহকে বাদ দয়িে এই সমস্ত ওলীদরেকে ডাকছ, তাদরে জন্য জবাই করছ, তাদরে জন্য পশু উৎসর্গ করছে এবং তাদরে কবরকে কন্দ্রে করে তাওয়াফ করছ।

আল্লাহর ওলীদরেকে কি ‘আসহাবুল্লাহ’ তথা আল্লাহর সাথী বলা জায়যে?

আল্লাহর ওলীদরেকে ‘আল্লাহর সাথী’ উপাধি প্রদান করা সঠকি হওয়ার ব্যাপারে কোনো কছিু আমাদরে জানা নইে। আল্লাহর শ্রষ্ঠে ওলী হলনে রাসূলগণ এবং নবীরা। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাহাবীরা। তারপর তাদরে পরবর্তী স্তর। এরপর তাদরে পররে স্তর। তাদরে কাউকে ‘আল্লাহর সাথীবর্গ’ হসিবেে কউে আখ্যায়তি করছেে বলে আমাদরে জানা নইে।

বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনরে ধারকবাহকদরেকে 'আল্লাহর পরজিন' বলে আখ্যায়তি করছেনে। ইমাম আহমদ (১১৮৭০) ও ইবনে মাজাহ (২১৫) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “মানুষদরে মাঝে আল্লাহর কছিু পরজিন রয়ছে।ে“ সাহাবীরা বলল: আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তনিি বললনে: “তারা হলো কুরআনরে ধারকবাহক (কুরআন মুখস্থকারী, পাঠক এবং তদানুযায়ী আমলকারী)। তারাই আল্লাহর পরজিন ও বশিষে বান্দা (আল্লাহর বশিষে ওলী)।”[শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।